অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের সাথে কথোপকথন

স্বাধীনতা একটি অবিরাম লড়াই : ফার্গুসন, ফিলিস্তিন এবং জন আন্দোলনের ভিত্তি

অনুবাদ: ফাতেমা বেগম

২০১৪ সালের বেশ কয়েক মাস ধরে ই-মেইলের মাধ্যমে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী লেখক, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার এমিরিটাস অধ্যাপক ও অধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের সাথে এই দীর্ঘ কথোপকথনে অনেক বিষয় পরিষ্কার করেছেন ফ্রাংক বারাত। এতে মার্কিন সমাজ, বর্ণবাদী আক্রমণ, ফিলিস্তিনি জনগণ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের লড়াই নিয়ে তাঁর বক্তব্য সংকলিত হয়েছে। এটি সংকলিত হয়েছে একটি গ্রন্থে, নাম: *Freedom is a Constant Struggle: Ferguson, Palestine, and the Foundations of a Movement* এর অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে *সর্বজনকথায়* প্রকাশিত হবে। এবারে প্রথম পর্ব।

ভূমিকা: ফ্রাংক বারাত

ব্রাসেলসে আমার ছোট অফিসে বসে এই লেখাটা লিখছি। জুন মাস প্রায় শেষ এবং গরমকাল মাত্র শুরু হয়েছে। আমি যে ভবনটিতে কাজ করি সেখানে বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করে এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য সংস্থার অবস্থান। কারও মনোযোগ পশ্চিম সাহারার ওপর, কারও ফিলিস্তিনের ওপর আর কারও নির্যাতন, ল্যাটিন আমেরিকা কিংবা আফ্রিকার ওপর। এখানে কাজের পরিবেশ বেশ চমৎকার, চারপাশে আছেন এমন সব মানুষ, যাঁরা এর চেয়ে ন্যায্যতর ও শ্রেয়তর সমাজের ওপর বিশ্বাস রাখেন এবং সেই বিশ্বাস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং দুনিয়া পাল্টানোর সংগ্রামে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। খুব কাল্পনিক শোনাতে পারে, কিন্তু এখানে যে শব্দটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটির কথাই হয়ত আপনি ভাবছেন না। সেই শব্দটি হল 'চেষ্টা করা'। বার বার এবং অবিরত চেষ্টা করা। কখনও থেমে না যাওয়া। এই প্রক্রিয়াটি নিজেই একটি বিজয়। সবাই এবং সব কিছুই আপনাকে বলতে থাকে যে 'বাইরে' আপনি সফল হবেন না, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমরা এমন যুগে বাস করি, যেখানে আর বিপ্লব করা সম্ভব নয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন স্রেফ অতীতের জিনিস। আপনি বহিরাগত হলেও সিস্টেমের বাইরে নন। আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকতে পারে, সেই বিশ্বাস এমনকি বৈপ্লবিকও হতে পারে; কিন্তু সেসব একটা অনুমোদিত সীমার মধ্যে, এলিটদের তৈরি করে দেয়া বুদ্বুদের মধ্যে থাকতে হবে।

আমার অফিসটি ইউরোপীয় কমিশন সদর দফতর থেকে কয়েক পা দূরে অবস্থিত। কাচের তৈরি ধূসর জমকালো এই ভবনের পাশ দিয়ে প্রতিদিন আমি সাইকেল চালিয়ে যাওয়া-আসা করি। এমন একটা স্থান, যেটিকে সামরিক কর্মকর্তা ও বেসরকারি নিরাপত্তা কোম্পানি পাহারা দেয়। আমি প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবি তাদের কাজটা কী : জনগণকে, ভেতরের মানুষদেরকে রক্ষা করা, নাকি এই স্থানটিকে এবং এই স্থানের মধ্যে নিহিত ধারণা ও মতাদর্শকে রক্ষা করা?

আজ সকালে যখন ব্যয় সংকোচন বিরোধী প্রতিবাদের মধ্যে গ্রিসকে কল্পনা করছিলাম, তখন আমি বিরোধপূর্ণ 'ইউরোপ'কেই দেখছিলাম। বিভিন্ন প্রজন্মের সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাঁরা স্লোগান দিচ্ছেন, পতাকা উড়াচ্ছেন, দাঙ্গায় লিপ্ত হচ্ছেন। আমি মানুষকে সংগঠিত হতে দেখেছি। আমি স্থানীয় সমাবেশগুলো দেখেছি, স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত ক্লিনিক দেখেছি। আমি অ্যাক্রোপলিস, এক্সরশিয়া ও সিনটাগমা স্কয়ার (Acropolis, Exarchia, Syntagma Square–গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের বিভিন্ন গণজমায়েত ও আন্দোলন-সংগ্রামের স্থান : অনুবাদক) দেখেছি। আমি জলপাই গাছ দেখেছি। আমি সূর্য দেখেছি। আমি ডেমোক্র্যাটিয়া বা জনতার শক্তি দেখেছি। জনগণের শাসন, জনগণের ক্ষমতা; যে ধারণাটির অর্থ আজকের বিশ্বে প্রায় হারাতে বসেছে। এটি একটি ধারণা, যা ইউরোপের 'বড় শক্তিগুলোর' (জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ইউরোপীয় কমিশন নিজেই) কাছে কেবল তখনই বৈধতা পায় এবং উদযাপিত হয়, যখন সেই ধারণা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বের জন্য গঠিত তাদের পরিকল্পনার সাথে অভিন্ন হয়। কয়েক মাস হল গ্রিসে অনুষ্ঠিত যুগান্তকারী নির্বাচনের পর ইউরোপে প্রথমবারের মত বামপন্থী ও ব্যয় সংকোচন বিরোধী দল সিরিযা ক্ষমতায় এসেছে, আর বড় শক্তিগুলো নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে জয়ী দলটি যেন টুকরো টুকরো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, শুধু সিরিযা দলটির অস্তিত্বই নয়, এই দলের সাথে সম্পর্কিত ধারণা ও মতাদর্শটিও এখন হুমকির মুখে–যে ধারণা অনুসারে, যৌথভাবে জীবন গড়ে তোলার বিকল্প পথ এখনও রয়েছে, টেকনোক্র্যাট, ব্যাংক ও কর্পোরেশন ছাড়াই আমরা ৯৯ শতাংশরা পরস্পরকে শাসন করতে পারি। আমি যখন এই লেখা লিখছি, গ্রিসজুড়ে রাস্তায় রাস্তায় এবং ঘরে ঘরে আন্দোলন নতুন আশা খুঁজে পাওয়ার একটি অভিব্যক্তি তৈরি করছে। এই আন্দোলন এমন একটা সময়ে, যখন গ্রিসের সাধারণ জনগণ বিপুল পরিমাণ বস্তুগত সম্পদ হারিয়েছেন। কিন্তু সেই আন্দোলনে প্রত্যেকের জন্য একটি বার্তা রয়েছে যে, মানুষ একত্রিত হতে পারে, নিচ থেকে উঠে আসা গণতন্ত্র অলিগার্কি বা গোষ্ঠীতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, কারাবন্দি অভিবাসীরা মুক্ত হতে পারে, ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হতে পারে, এবং সমতা দিতে পারে মুক্তি।

ক্ষমতাসীনরা আমাদের বার্তা পাঠাচ্ছে : আজ্ঞা পালন করো, আর যদি তোমরা সামষ্টিক মুক্তি খোঁজো, তাহলে তোমাদের শাস্তিও হবে সামষ্টিক। ইউরোপের ক্ষেত্রে, অস্টারিটি বা ব্যয় সংকোচন ও সীমান্তের সন্ত্রাসের মধ্যে অভিবাসীদের জীবন নিয়ে অবহেলা করা হয়, তাদেরকে সাগরে ডুবে মরতে দেয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, কৃষ্ণাঙ্গ ও আদিবাসীদের জীবন নিয়মতান্ত্রিকভাবে এক দীর্ঘস্থায়ী শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ নিপীড়ন ও দখলদারি ঔপনিবেশিকতার ওপর নির্ভর করে শক্তিশালী হয় এবং ড্রোনের সমর্থন নিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিচয় কেড়ে নিয়ে ও ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে, কারারুদ্ধ করে, জনগণকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে এবং সম্পদ দখল করে টিকে থাকে। এই আধিপত্যবাদ আদিবাসীদের জীবন ও এই গ্রহের মূল্যকে অস্বীকার করে। আমাদেরকে বলা হয়, আমরা যেন চারপাশের মানুষদের এবং নিকটজনদের কথা না ভাবি। আমরা যেন সংগঠিত না হই, যেন রুখে না দাঁড়াই।

আমরা কী করতে পারি? আমরা কীভাবে তা করতে পারি? কাদের সাথে? কী কার্যপদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত? কীভাবে আমরা এমন একটি কৌশল দাঁড় করাতে পারি, যা সকলের কাছে বোধগম্য হবে? এর মধ্যে

সেই সব সাধারণ মানুষও রয়েছেন, যাঁদের বিরাজনীতিকরণ এমন একটা মাত্রায় পৌঁছেছে যে নৃশংসতাকেও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়? আমাদের রূপকল্প কী? আমরা কীভাবে নিশ্চিত করতে পারি যে 'আমরা' 'সবার' সাথে কথা বলছি? কীভাবে আমরা টেকসই, আন্তর্দেশীয় বিপবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটাতে পারি এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত করতে পারি? এগুলো এমন ধরনের প্রশ্ন, যা অনেক কর্মী প্রতিদিন নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্নগুলো বর্তমান সময়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, এবং তারা ভবিষ্যতের স্বরূপ নির্ধারণ করবে।

অনেকে নিরুৎসাহ হয়ে হাল ছেড়ে দেন। তবে তাতে লজ্জার কিছু নেই। কারণ মূলধারার রাজনৈতিক কাঠামো, এবং গণমাধ্যমে অপপ্রচারের কারণে আমাদের সংগ্রামের সাফল্যের ব্যাপারে অনাস্থা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যদিকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে প্রবহমান ঘটনা, সংগ্রামের ইতিহাস, এবং সংহতি আন্দোলনের ইতিহাস থেকে এটি স্পষ্ট এবং নিশ্চিত যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, আত্মত্যাগ এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অপ্রতিরোধ্য শক্তিকেও সহজেই ভেঙে ফেলা যায়।

অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের সাথে বই প্রকাশের কথা যখন প্রথম ভাবি, আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল আন্দোলনকারী হিসেবে আমাদের লড়াই-সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করা। সংগ্রামকে বাস্তব এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করা। লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট মানুষদের কাছে লড়াইয়ের অর্থ কী তা বোঝার চেষ্টা করা। কোথায় এবং কীভাবে লড়াই শুরু হয়? কখনও কি তা শেষ হয়? একটি আন্দোলন নির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় ভিত্তিগুলো কী? শারীরিক, দার্শনিক এবং মানসিকভাবে আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

> খুব কাল্পনিক শোনাতে পারে, কিন্তু এখানে যে শব্দটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটির কথাই হয়ত আপনি ভাবছেন না। সেই শব্দটি হল 'চেষ্টা করা'। বার বার এবং অবিরত চেষ্টা করা। কখনও থেমে না যাওয়া। এই প্রক্রিয়াটি নিজেই একটি বিজয়।

অ্যাঞ্জেলার সাথে এই সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ তিনি আমাদের সকলের জন্য জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার একটি উৎস। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ জ্ঞান আমাদের বর্তমান যে কোন লড়াইয়ে অনুসরণ করতে হবে। অ্যাঞ্জেলা কখনও থামেননি; তাঁর সংগ্রাম এখনও অব্যাহত। তিনি প্রতিরোধের একটি প্রতিমূর্তি। তাঁর কাজ এবং উপস্থিতি বর্তমানের অনেক যৌথ স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। কারাগারকে দাসপ্রথা ও পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের অংশ হিসেবে বোঝা এবং কারাগার বিলোপ আন্দোলনের জনপ্রিয়করণের ঘটনার মধ্য দিয়ে তা ধরা পড়ে। ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামেও তা প্রতিফলিত হচ্ছে।

ফার্গুসনের ঘটনার সূত্রপাতের ঠিক পরেই ব্রাসেলসে একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল। আর আরেকটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল প্যারিসে, মাইকেল ব্রাউনকে হত্যাকারী পুলিশ অফিসারকে যখন জুরিরা মুক্ত করে দিয়েছিল, তার পরপর। এই সাক্ষাৎকারগুলোর মূল মনোযোগ ছিল ফিলিস্তিন। সেই সাথে কেমন করে আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে সত্যিকার অর্থেই একটি বৈশ্বিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে, যার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে আন্দোলন হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে আমাদের অবস্থান কোথায়। সাক্ষাৎকারগুলোতে আরও মনোযোগ ছিল, কীভাবে অন্যান্য সংগ্রামের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়; কিভাবে লড়াইকে সত্যিকার অর্থেই এমন একটা বৈশ্বিক রুপ দেয়া যায়, যেখানে এই পৃথিবীর সকলেরই একটা ভূমিকা থাকবে এবং সকলেই সেই ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন। সমাজকে সামরিকীকরণ করার বিরুদ্ধে কীভাবে আমরা সম্মিলিতভাবে সোচ্চার হতে পারি? এই প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদের ভূমিকা কী? বর্তমান প্রেক্ষিতে, কারাগার বিলোপের নির্দিষ্ট অর্থ কী?

সাক্ষাৎকারে উক্ত বিষয়গুলোসহ আরও অনেক ব্যাপারে আলোচনা হয়। পরবর্তী সময়ে কিছু বিষয়ে অ্যাঞ্জেলা তাঁর দীর্ঘ ও শক্তিশালী প্রবন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেখানে তিনি বিশেষ করে ন্যায়বিচারের দাবিতে ফার্গুসন ও চার্লসটনের সংগ্রাম সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে এসব সংগ্রামের মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে সমতা ও স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই এখনও অসমাপ্ত।

এই বইয়ের শেষ দুটি লেখায় ষাটের দশক থেকে বর্তমান ওবামার যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সংহতি প্রসঙ্গে অ্যাঞ্জেলার চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। এই দুটো যুগান্তকারী লেখার যুক্তি ও পদ্ধতি মানুষকে লড়াই করতে এবং অন্যদেরকে আমাদের সাথে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে।

একদিন মার্কিন লেখক, কবি ও কর্মী অ্যালিস ওয়াকার আমাকে বলেছিলেন, "অ্যাঞ্জেলা একটি অলৌকিক ব্যাপার।" অ্যাঞ্জেলা অনন্য, কিন্তু ব্যতিক্রম নন। কারণ তাঁর দৃষ্টান্ত এবং তাঁর কাজ নতুন কণ্ঠ, নতুন পণ্ডিত এবং নতুন কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁরা অ্যাঞ্জেলার ধারণা গ্রহণ করছেন এবং সেই ধারণাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করছেন। এলিস যে অর্থে অ্যাঞ্জেলাকে একটি অলৌকিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মূল্যায়ন করেছিলেন তা হল অ্যাঞ্জেলা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে সম্মিলিত সংহতিকে অনুপ্রাণিত করে কর্পোরেট শক্তি এবং রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে নিজেদের মুক্তি অর্জন সম্ভব। তিনি একজন জীবন্ত প্রমাণ যে মানুষের শক্তি কাজ করে, একটি বিকল্প ঘটানো সম্ভব, এবং সংগ্রাম একটি সুন্দর ও আনন্দদায়ক ব্যাপার হতে পারে।

মানুষ হিসেবে আমাদের সেই অভিজ্ঞতা নেয়া প্রয়োজন। আর সেই সংগ্রামে অংশ নেয়ার শক্তি প্রত্যেকেরই রয়েছে।

পর্ব-১
প্রতারণাপূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংগ্রাম

১। আপনি প্রায়ই সামষ্টিক শক্তির গুরুত্বের ব্যাপারটি উল্লেখ করেন, এবং ব্যক্তির ভূমিকার চাইতে আন্দোলনের ভূমিকাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। সামাজিক মূল্যবোধ যেখানে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে উৎসাহিত করছে, সেখানে কিভাবে আমরা এরকম আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি?

বৈশ্বিক পুঁজিবাদের সাথে সম্পৃক্ত নব্য-উদারনীতির আদর্শের উত্থানের পর ব্যক্তিবাদের বিপদগুলো চিহ্নিত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। যদি পুঁজিবাদসৃষ্ট প্রতারণামূলক ব্যক্তিবাদ প্রসারের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি না করা হয় তাহলে বর্ণবাদ, নিপীড়ন, দারিদ্র্য বা যে কোন ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংগ্রাম ব্যর্থ হবে। নেলসন ম্যান্ডেলা সব সময়ই বলেছেন যে, তাঁর অর্জন মূলত সামষ্টিক, যার পেছনে তাঁর নারী-পুরুষ সকল সহযোদ্ধার ভূমিকা রয়েছে। তার পরও গণমাধ্যম নেলসন ম্যান্ডেলাকেই মহান বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একইভাবে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে সরাসরি জড়িত অসংখ্য নারী-পুরুষ থেকে ড. মার্টিন লুথার কিংকে আলাদা করে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়। ইতিহাসে শুধুমাত্র

ব্যক্তি-বীরত্ব চিত্রণের সংস্কৃতিকে প্রতিহত করতে হবে। তাহলে ক্রমবর্ধনশীল সংগ্রামে আজকের মানুষ তাদের প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

২। কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন এখন কোন পর্যায়ে আছে?

কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন অথবা সেই সময় একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই আন্দোলনকে আমরা 'কৃষ্ণাঙ্গ স্বাধীনতা আন্দোলন' হিসেবে জানতাম। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিচারে এই আন্দোলনটি নাগরিক অধিকার আন্দোলনের (Civil Rights Movement) সীমাবদ্ধতার একটি ফলাফল : বিদ্যমান সমাজে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য আইনগত অধিকারের দাবির সাথে সাথে চাকরি, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদি সামগ্রিক অধিকারের দাবি করা উচিত ছিল; এবং সামাজিক কাঠামোর বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা উচিত ছিল। বর্ণবৈষম্যমূলক কারাদণ্ড, পুলিশি সহিংসতা এবং পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে দাবি করা উচিত ছিল। ব্যাক প্যান্থার পার্টির (বিপিপি) দশ দফা চাহিদায় এই দাবিগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

যদিও কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে (সবচাইতে নাটকীয় উদাহরণ হল ২০০৮ সালে বারাকা ওবামার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ), তথাপি অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং কারাগারকেন্দ্রিক বর্ণবৈষম্যের সাপেক্ষে প্রাক-নাগরিক অধিকার আন্দোলন যুগের তুলনায় তাদের একটি বিপুল অংশ অনেক পিছিয়ে আছে। সামগ্রিক বিচারে বিপিপির দশ দফা দাবির কর্মসূচি সম্ভবত ১৯৬০ সালের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের চাইতেও বর্তমানে বেশি প্রাসঙ্গিক।

৩। বারাকা ওবামার নির্বাচনকে অনেকে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এক বিজয় হিসেবে উদযাপন করেছিল। আপনার কি মনে হয় এই ঘটনা একটা ধোঁয়াশা তৈরি করেছিল, যা দীর্ঘদিনের জন্য ন্যায্যতর সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আফ্রিকান, আমেরিকানসহ বামপন্থীদের আন্দোলনকে স্থবির করে দিয়েছিল?

ওবামা নির্বাচনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে অধিকাংশ ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল, বিশেষ করে যখন মনে করা হয় যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার সাথে সাথে বর্ণবৈষম্যের সর্বশেষ বাধাটির অবসান হল। তবে নির্বাচনটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারে সেটি কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়সহ অনেক মানুষের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। এই নির্বাচনের ফলাফল অর্জনে তরুণ সম্প্রদায়ের একটি কার্যকর ভূমিকা ছিল। বলা যেতে পারে, সাইবার আন্দোলন এই বিজয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সমস্যা হল, যাঁরা এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা তাঁদের সামষ্টিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওবামাকে অধিকতর প্রগতিশীল কাজে বাধ্য করার কাজটি চালিয়ে যেতে পারেননি। যেমন–আফগানিস্তানে সামরিক বাহিনীর অবস্থানের বিরোধিতা করা, গুয়ান্তানামো (কারাগার) বন্ধ করা, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন করা। এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, যদিও আমরা ওবামার সমালোচনা করি, তার পরও আমরা জানি যে হোয়াইট হাউসে তাঁর চাইতে রমনি কোন ভাল বিকল্প হত না। গত পাঁচ বছরে মূল সমস্যা ছিল সুসংগঠিত গণ-আন্দোলনের অভাব; সঠিক প্রেসিডেন্ট নয়।

৪। আপনি 'কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ'কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেন? এবং এই নারীবাদ বর্তমান সমাজে কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

আমাদের এই বিশ্বে বর্ণ, লিঙ্গ ও শ্রেণিভাগ যে অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয় তা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে প্রতিপাদন করার প্রচেষ্টা হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদের উত্থান। এই কালো নারীবাদী আন্দোলনের উত্থানের কালে কালো নারীরা প্রায়শই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতেন–কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন ও নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? জবাব হল, এটি একটি ভুল প্রশ্ন। কীভাবে এই দুটি আন্দোলন পরস্পর সংযুক্ত এবং একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে বরং তা যথার্থ হত। বর্ণবাদ, শ্রেণি, লিঙ্গ, যৌন বৈশিষ্ট্য, জাতি এবং সামর্থ্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জটিল হিসাবটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। শুধু তা-ই নয়, কীভাবে আমরা এই সব বর্গ বা ক্যাটাগরির বাইরে গিয়ে পৃথক ও সম্পর্কহীন বলে মনে হয় এমন সব ধারণা ও প্রক্রিয়ার আন্ত সংযোগ বুঝতে পারি, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে ফিলিস্তিনে ইসরাইয়েলি নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যোগসূত্রের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করাও এই অর্থে একটি নারীবাদী প্রক্রিয়া।

৫। আপনি কি মনে করেন, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবং কথিত 'গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব' থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য এখনই সঠিক সময়? অর্থ ও লোভ দ্বারা পরিচালিত এই নষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থায় অংশ নেয়ার অর্থ তাকে বৈধতা দেয়া, তাই না? এই প্রহসন বন্ধ করলে কেমন হয়? কেমন হয় ভোট প্রদান বন্ধ করে একেবারে তৃণমূল থেকে এমন একটা কিছু গড়ে তোলা, যা নতুন ও জৈবিক?

আমি অবশ্যই মনে করি না যে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের সংগ্রামের মূল জায়গা। কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের সংগ্রামকে সুসংগঠিত করার জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা একটি বর্ণবৈষম্যমুক্ত, নারীবাদী শ্রমিক-রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। আমি আরও মনে করি, আপনি খুব সঠিকভাবেই তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে শনাক্ত করেছেন।

৬। গত কয়েক বছরে আরব বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে, অনেক দেশে বিপব চলমান রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আরব বিশ্বের স্বৈরশাসকদের সাথে আমাদের 'নেতৃত্বের' সম্পর্ক এবং আমাদের নিজেদের দেশের ভেতরকার পরিস্থিতির দিকে নজর না দিয়েই আমরা এসব পরিবর্তন উদযাপন করছি। আপনি কি মনে করেন না যে, পশ্চিমে আমাদের নিজেদেরও এখন বিপ্লব করার সময় এসেছে?

সম্ভবত আমাদের দাবিকে বিপরীতমুখী করা উচিত। আমরা পশ্চিমের মানুষেরা যেন আমাদের সরকারকে ইসরায়েলের মত নিপীড়ক সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত রাখি–আরব বিশ্বের মানুষদের পক্ষ থেকে এরকম একটা দাবি করা আমার কাছে পুরোপুরি যথার্থ বলেই মনে হয়। তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বিশ্বের অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়াতে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করেছে। আরব বিশ্বের ওপর যে ক্রমাগত সামরিক ও আদর্শিক আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে সে ব্যাপারে উত্তর আমেরিকার প্রগতিশীলদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। নিশ্চিতভাবে, আমরা সেই দায়িত্ব স্বীকার করছি না।

৭। আপনি সম্প্রতি লন্ডনে ফিলিস্তিন, এ৪ঝ (গ্রুপ ফোর সিকিউরিটি, বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সিকিউরিটি গ্রুপ) এবং কারাগার-শিল্প কমপ্লেক্সের (Prison-Industrial Complex) ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন। আপনি কি আমাদের বলবেন, এই তিনটি কীভাবে পরস্পরের

সাথে সম্পর্কিত?

ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে গ্রুপ ফোর সিকিউরিটি সারা বিশ্বের, বিশেষ করে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিস্তিনের মানুষের জীবনযাপনের মাঝে ঢুকে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ওয়ালমার্ট ও ফক্সকনের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বেসরকারি কর্পোরেশন এবং আফ্রিকা মহাদেশে সর্ববৃহৎ বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি জানে বর্ণবাদ, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা এবং ইসরায়েল ও সারা বিশ্বে শাস্তি প্রদানের প্রযুক্তি থেকে কীভাবে মুনাফা অর্জন করা যায়। ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক বন্দিত্ব, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী বিভেদের দেয়াল আর কারাদণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারসম স্কুল আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের দেয়ালের জন্য গ্রুপ ফোর সিকিউরিটি সরাসরি দায়ী। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, লন্ডনে গ্রুপ ফোর সিকিউরিটির সভা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে তারা ব্রিটেনে যৌন নিপীড়ন কেন্দ্রগুলোও পরিচালনা করে।

৮। কারাগার-শিল্প কমপ্লেক্স কতটা লাভজনক? আপনি প্রায়ই এই কমপ্লেক্সকে 'আধুনিক দাসত্বের' সমতুল্য বলে উল্লেখ করে থাকেন।

এ৪ঝ-এর দৃষ্টান্ত থেকেই দেখা যায় যে বৈশ্বিক কারাগার-শিল্প কমপেক্স ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। কাজেই এটা অনুমেয় যে এই প্রতিষ্ঠানের মুনাফাও ক্রমাগত বাড়ছে। শুধুমাত্র সরকারি (সরকারি কারাগারগুলোর ক্ষেত্রে ধারণার চেয়েও বেশি বেসরকারীকরণ ঘটেছে, যেখানে মুনাফার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে) এবং বেসরকারি কারাগার নয়, এর আওতায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের শোধনকেন্দ্র, সামরিক কারাগার এবং বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদকেন্দ্রগুলোও অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু অভিবাসী আটক কেন্দ্রগুলো থেকে বেসরকারি কারাগার ব্যবসা সবচাইতে বেশি মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং এটা স্পষ্ট, কেন বেসরকারি কারাগার প্রতিষ্ঠানগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অভিবাসনবিরোধী আইনগুলোর খসড়া তৈরি করেছিল। সর্বাধিক মুনাফা নিশ্চিত করাই ছিল তাদের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য।

কারাগার বিলুপ্তির পক্ষে আন্দোলন হতে পারে, এবং হওয়া উচিত, মানসম্মত শিক্ষা, বর্ণবৈষম্যমুক্ত কর্মসংস্থান নীতি, বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবার দাবির সাথে সম্পর্কিত করে এবং অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের অংশ হিসেবে। এই প্রতিবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হবে।

৯। কারাগারমুক্ত সমাজ কি একটি কাল্পনিক ধারণা, নাকি এ রকম সমাজ বাস্তবসম্মত? সেটি তাহলে কিভাবে কাজ করবে?

আমি মনে করি, কারাগারমুক্ত সমাজ একটি বাস্তবসম্মত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তবে সেটি সম্ভব এমন একটি রূপান্তরিত সমাজে, যেখানে মুনাফা নয়, মানুষের প্রয়োজনই হবে তার প্রধান চালিকাশক্তি। আবার একই সাথে, কারাগার বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একটি কাল্পনিক ব্যাপার মনে হয়। কারণ কারাগার এবং এর সাথে সংশিষ্ট আদর্শিক কাঠামো সমসাময়িক বিশ্বচেতনার গভীর মূলে অবস্থান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন বন্দি কারাগারে আবদ্ধ আছে। বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলো; যেমন–বর্ণবাদ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষা সুযোগের অভাব ইত্যাদি থেকে মনোযোগ সরিয়ে রাখার একটি কৌশল হিসেবে কারাগার পদ্ধতিকে ব্যবহার করা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সামাজিক সমস্যাগুলোকে কখনই গুরুত্ব দেয়া হয়নি। শুধু সময়ের অপেক্ষা, মানুষ অচিরেই উপলব্ধি করতে শুরু করবে যে কারাগার একটি মিথ্যা সমাধান। কারাগার বিলুপ্তির পক্ষে আন্দোলন হতে পারে, এবং হওয়া উচিত, মানসম্মত শিক্ষা, বর্ণবৈষম্যমুক্ত কর্মসংস্থান নীতি, বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবার দাবির সাথে সম্পর্কিত করে এবং অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের অংশ হিসেবে। এই প্রতিবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হবে।

১০। কারাগার-শিল্প কমপ্লেক্স দ্রুত বৃদ্ধির হার আমাদের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কী ধারণা দেয়?

বিশ্বজুড়ে কারাগারে ক্রমবর্ধমান বন্দিদের জিম্মি করে ক্রমবর্ধমান মুনাফা অর্জন বর্তমানে বিশ্ব পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতাগুলোর সর্বাধিক নাটকীয় উদাহরণগুলোর অন্যতম। কিন্তু বিপুলসংখ্যক কারাবন্দিত্ব থেকে লব্ধ এই অশীল মুনাফা স্বাস্থ্যসেবা খাত, শিক্ষা খাত এবং অন্যান্য জনসেবা খাতে অর্জিত মুনাফার অংশের সাথে সংযুক্ত। পণ্যে রূপান্তরিত এই সকল খাতের সেবাগুলো আসলে প্রত্যেকের জন্য অবাধ এবং বিনা মূল্যে হওয়া উচিত।

১১। কয়েক বছর আগে ব্যাক প্যান্থার/ব্ল্যাক পাওয়ার মুভমেন্ট (Black Panther/Black Power Movement)-এর ওপর দ্য ব্ল্যাক পাওয়ার মিক্সটেইপ (The Black Power Mixtape) নামে একটি ডকুমেন্টারি প্রচারিত হয়েছে। এই ডকুমেন্টারিতে একজন সাংবাদিক আপনাকে প্রশ্ন করেছিল, "আপনি কি সহিংসতা সমর্থন করেন?" আপনার জবাব ছিল, "আমাকে প্রশ্ন করছেন সহিংসতা সমর্থন করি কি না! আমাকে এই প্রশ্ন করার তো কোন অর্থ হয় না।" আপনার বক্তব্যটা কি একটু ব্যাখ্যা করবেন?

আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে সহিংসতার বৈধতার ব্যাপারে সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করা উচিত, যারা সহিংসতার ক্ষেত্রে একচেটিয়া মালিকানার অধিকারী–পুলিশ, কারাগার, সামরিক বাহিনী। আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম যে আমি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে বড় হচ্ছিলাম, তখন সরকার কু ক্লাক্স ক্ল্যানকে (কেকেকে) কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাস করতে অনুমোদন দিয়েছিল। খুন, অপহরণ, ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে আমি যখন জেল খেটেছি, যখন আমাকে লক্ষ্য করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহিংসতা চালানো হয়েছে, তখন আবার আমাকেই প্রশ্ন করা হয়েছে যে আমি সহিংসতা সমর্থন করি কি না! খুবই অদ্ভুত। আমি আরও বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে বৈপবিক পরিবর্তনের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সহিংসতা নয়, বরং দরিদ্র ও কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনমান উন্নয়নের মত বাস্তব কিছু বিষয়।

১২। বর্তমানে অনেকে মনে করেন যে আপনি একজন ব্ল্যাক প্যান্থার ছিলেন, এবং অনেকে এমনও ভাবেন যে আপনি একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। আপনি কি আপনার প্রকৃত ভূমিকা এবং আপনার কী ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আমি ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির (বিপিপি) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলাম না। ১৯৬৬ সালে যখন বিপিপি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমি ইউরোপে পড়ালেখা করছিলাম। ১৯৬৮ সালে যখন আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেই তখন বিপিপিরও সদস্য হই। আমি বিপিপির লস অ্যাঞ্জেলেসের শাখাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বে ছিলাম। যা হোক, একসময় বিপিপি নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত হল যে সদস্যরা একই সাথে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারবে না। সেই সময় আমি বিপিপির সদস্যপদ ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সিদ্ধান্ত নেই। তবে আমি বিপিপিকে সমর্থন করে চলি, এবং তাদের সাথে কাজ করি। যখন আমি জেলে বন্দি হই তখন আমাকে মুক্ত করার পক্ষে বিপিপি অন্যতম

প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

১৩। সহিংসতার ব্যাপারে আপনার দেয়া জবাবটিতে আবার ফিরে আসি। ডকুমেন্টারিতে আপনার জবাব শুনে আমার ফিলিস্তিনের প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং পশ্চিমা গণমাধ্যম সব সময় ফিলিস্তিনিদেরকেই সহিংসতা বন্ধের পূর্বশর্ত দেয়। নিপীড়িতকেই নিপীড়নকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে–এরকম একটা ধারণার জনপ্রিয়তার কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?

সবকিছুর ঊর্ধ্বে সহিংসতার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়ে নিঃসন্দেহে সংগ্রামের মূল বিষয়গুলোকে অদৃশ্য করার চেষ্টা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের সময় একই ধরনের ব্যাপার দেখা গেছে। মজার ব্যাপার হল, আমাদের সময়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শান্তি প্রচারক হিসেবে প্রশংসিত নেলসন ম্যান্ডেলা ২০০৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত ছিলেন। যারা ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং ইসরায়েলের জাতিবিদ্বেষমূলক সন্ত্রাসকে সমতুল্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে, তারা আসলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোকে লঘু ও অদৃশ্য করে ফেলতে চাচ্ছে।

১৪। আপনি সর্বশেষ কখন ফিলিস্তিনে গিয়েছিলেন? সেই সফর সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কী?

আমি ২০১১ সালে আদিবাসী এবং কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী বুদ্ধিজীবী/আন্দোলনকারী নারীদের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে ফিলিস্তিনে গিয়েছিলাম। নারী প্রতিনিধিরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী জিম ক্রো সাউথ এবং ইন্ডিয়ান সংরক্ষিত এলাকায় বড় হয়েছেন। যদিও আমরা সকলেই ইতিপূর্বে ফিলিস্তিন সংহতি সংগ্রামে জড়িত ছিলাম, তার পরও সেখানে যা দেখলাম তাতে আমরা দারুণভাবে বিস্মিত হলাম। অতঃপর আমরা আমাদের নির্বাচনী এলাকাগুলোকে বিডিএস (বয়কট, ডাইভেস্টমেন্ট অ্যান্ড স্যাংশনস) আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলাম, এবং একটি মুক্ত ফিলিস্তিনের প্রচারণা ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সম্প্রতি আমেরিকান স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশনের একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বর্জনে অংশগ্রহণের জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সেই বর্জন উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন এবং উদ্যোগটি সফলভাবে পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়া ফিলিস্তিনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণা করার উদ্দেশ্যে মার্কিন শিক্ষাবিদদের পশ্চিম তীরে প্রবেশে ইসরায়েল কর্তৃক বাধা প্রদানের বিরুদ্ধে মডার্ন ল্যাংগুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন যে তিরস্কার প্রস্তাব পাস করে, তার সাথেও আমাদের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা যুক্ত ছিলেন।

বেশির ভাগ ফিলিস্তিনি পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্য ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি রয়েছেন। বর্তমানে পাঁচ হাজার ফিলিস্তিনি কারাবন্দি আছে। ইসরায়েল ১৯৬৭ সাল থেকে ফিলিস্তিনি পুরুষদের শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ আট লক্ষ ফিলিস্তিনি পুরুষকে কারাবন্দি করেছে।

১৫। বর্ণবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন বা বিদেশি দখলদারির বিরুদ্ধে (জেনেভা কনভেনশনের অ্যাডিশনাল প্রোটোকল-১ অনুসারে) নিপীড়িত মানুষ সশস্ত্র লড়াইসহ বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। বর্তমানে ফিলিস্তিন সংহতি আন্দোলন অহিংস প্রতিরোধের পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি কি মনে করেন যে শুধুমাত্র অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে ইসরায়েলের জাতিবিদ্বেষ দূর করা সম্ভব হবে?

সংহতি আন্দোলন স্বভাবতই একটি অহিংস আন্দোলন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যদিও আন্তর্জাতিক সংহতি আন্দোলন সংঘবদ্ধ করা হচ্ছিল, এএনসি (আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস) এবং এসএসিপি (সাউথ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি) সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তাদের আমখন্তো উই সিজ (Umkhonto We Sizwe) আন্দোলনে একটি সশস্ত্র শাখার প্রয়োজন। তাদের সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। একইভাবে ফিলিস্তিনের জনগণ তাদের সংগ্রামে সফল হওয়ার জন্য যে পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটাই তারা অবলম্বন করবে। একই সময়ে যদি বিডিএসের উদ্যোগে ইসরায়েলকে আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার প্রচারণা সফল হত, তাহলে ইসরায়েল তার জাতিবিদ্বেষের চর্চা অব্যাহত রাখতে পারত না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইসরায়েলকে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ডলার পরিমাণ আর্থিক সাহায্য না দেয়ার জন্য ওবামা প্রশাসনকে বাধ্য করতে পারতাম তাহলে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার কাজটি অনেক দূর এগিয়ে যেত।

১৬। আপনি মারওয়ান বারঘাউতিসহ (Marwan Barghouti) সকল ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে সক্রিয় কমিটির একজন সদস্য। তাদের সকলের মুক্তি পাওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

মারওয়ান বারঘাউতিসহ সকল ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বন্দিকে ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া উচিত। বারঘাউতি দুই দশকের বেশি সময় যাবৎ জেল খাটছেন। তাঁর এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে প্রতিফলিত হয় যে বেশির ভাগ ফিলিস্তিনি পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্য ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি রয়েছেন। বর্তমানে পাঁচ হাজার ফিলিস্তিনি কারাবন্দি আছে। ইসরায়েল ১৯৬৭ সাল থেকে ফিলিস্তিনি পুরুষদের শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ আট লক্ষ ফিলিস্তিনি পুরুষকে কারাবন্দি করেছে। ফিলিস্তিনকে দখলমুক্ত করার দাবির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি একটি অপরিহার্য অংশ।

১৭। ব্রিকবেক বিশ্ববিদ্যালয়ে (Brikbeck University) অনুষ্ঠিত আলোচনায় আপনি বলেছেন যে ফিলিস্তিন সমস্যা একটি বৈশ্বিক বিষয় হওয়া প্রয়োজন, সকল ন্যায়বিচারকামী আন্দোলনের কর্মসূচিতে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

ঠিক যেমন সারা বিশ্বের মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল, অনেক সামাজিক ন্যায়বিচারের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি সারা বিশ্বে প্রগতিশীল পরিবর্তনে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলনকেও অবশ্যই ফিলিস্তিন মুক্তিসংগ্রামে সংহতি জানাতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফিলিস্তিনের সমস্যাটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক বিষয় হিসেবে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যাঁরা সমতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, তাঁদেরকে স্বাধীন ফিলিস্তিন দাবির আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করার এটাই উপযুক্ত সময়।

১৮। এই সংগ্রাম কি চলতেই থাকবে?

আমাদের সংগ্রাম পরিণত হতে হতে নতুন ধারণা, নতুন বিষয় এবং নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে, আমরা মুক্তির সন্ধানে এসবের সাথে যুক্ত হতে থাকি। মুক্তির লক্ষ্যে নেলসন ম্যান্ডেলার মত আমাদেরও একটি লম্বা সফরকে স্বাগত জানানো উচিত। (চলবে)

ফাতেমা বেগম: লেখক ও অনুবাদক
ই-মেইল: fatemaorama@gmail.com